নিতাই-গৌর-অদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে যোগ্যতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁর প্রাণধন, সেই—পায় সেই ধন ॥ ৩৪৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি-শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী মহাপ্রভুর দাস ছিলেন। প্রভুর যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। একদিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করত সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ; উহা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসীপুরে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দ-স্বামী নানা যুক্তিদ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। সেইদিন হইতে সন্ন্যাসিগণ 'ভক্ত' হইলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও সুবুদ্ধি-রায়ের ইতিহাস কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বজীবকে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিমুখ মায়াবাদীকে কৃষ্ণোন্মুখীকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনকে কাশীতে দুইমাসকাল শিক্ষা-প্রদান ঃ—

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার প্রভুসেবা ঃ—

'পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থই কাশীর মায়াবাদীর উদ্ধার-সাধন ঃ—

সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলায় মায়াবাদীর উদ্ধার বর্ণিত, পুনঃ সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াঁছো বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের প্রভুনিন্দা ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের মনোদুঃখে তাঁহাদের কল্যাণ-চিন্তা ঃ—

যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥
'প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাসি-প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করত প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

৬। পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া—আদি, ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ) কাশীনিবাসিনঃ (বারাণসী-বাস্তব্যান্) সন্ন্যাসিমুখান্ (তুর্য্যাশ্রমি-প্রমুখান্ প্রকাশানন্দাদীন্) বৈষ্ণবীকৃত্য (শুদ্ধভক্তিমার্গে সমানীয়) সনাতনং সুসংস্কৃত্য (সুবৈষ্ণববেশং দত্ত্বা চ) নীলাদ্রিং (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রম্) আগমৎ।

কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে ।
ইহা দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে ॥ ৯ ॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে ।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥' ১০ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ ঃ—

এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে ।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্রেরও যুগপৎ প্রভুকে একই নিবেদন ঃ—

হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন ।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥ ১২ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরণার্থ প্রভুর কৃপাভিলায ঃ—

ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল ।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥ ১৩ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিয়া চরণ ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ স্বীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার—পূর্ব্বে আদিলীলায় ৭ম পঃ বর্ণিত ঃ—

তাঁহা যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার ।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥

পুনরুক্তি ভয় ঃ—

গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন ।
তাঁহা যে না লিখিলুঁ, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদীর কৃপালাভ-দিবস হইতে বহু তার্কিকের প্রভুসহ তর্কার্থ সমাগম ঃ—

যে-দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল ।
সে-দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৮ ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৯ ॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অকাট্য-যুক্তিবলে প্রভুকর্ত্তৃক সকলের কুতর্ক-খণ্ডন ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার ।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥

সকলের প্রভু-শিক্ষা-লাভ ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২১ ॥

সন্ন্যাসিগণের মায়াবাদ ছাড়িয়া কৃষ্ণকথালাপে ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥ ২২ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জনৈক শিষ্যের সভাস্থলে সমালোচনামুখে প্রভুকে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে তাঁহার বেদান্তের চিদ্বিলাস-ব্যাখ্যার স্তুতি ও শঙ্করের মায়াবাদ-ব্যাখ্যার গর্হণোক্তি ঃ—

প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান ।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥ ২৩ ॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি মনোরম ॥ ২৪ ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান ।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৫ ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৬ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে ।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানমার্গে ফল্গুবৈরাগ্যের দ্বারা মায়া অজেয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি ॥ ২৮ ॥

প্রভু 'হরের্নাম' শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যার প্রশংসা ঃ—

হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান ।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৯ ॥

ভক্তিই মুক্তিদাত্রী ও নামাভাসই মুক্তিপ্রদ ঃ—

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয় ।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

১৬। আদি ৭ম পঃ—পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-প্রসঙ্গে এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২২। সন্ন্যাসিগণ নিজ-নিজ-বেদান্ত-পঠন পরিত্যাগ করিয়া নিজ-গোষ্ঠীমধ্যে মিলিত হইয়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিপথ-সম্বন্ধে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২

ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃত অর্থ ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্' ।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি, 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতি ও পুরাণে অবরোহ-পন্থায় অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-দর্শন, তর্ক-মূলক আরোহপন্থায় মায়াতীত চিদ্বিলাসকে মায়িক জড়-বিলাস-জ্ঞানই পাষণ্ডতা বা মহাপরাধ ঃ—

শ্রুতি-পুরাণ কহে,—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস ।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি ।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৫ ॥

নির্ব্বিশেষ-রূপ অপেক্ষা বা চিদ্বিলাসময় রূপের পরতমত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

নির্ব্বিশেষবাদীর 'মায়াধীশ' ভগবদ্বিগ্রহকে 'মায়িক' বলিয়া জ্ঞান নিরয়জনক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

৩১। মধ্য, ২২শ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভগবান্‌কে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া স্থাপন করিলে তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের অভাবে পূর্ণশক্তিমত্তায় ব্যাঘাত হয়। নির্ব্বিশেষত্ব—একটী শক্তির অপূর্ণ পরিচয় মাত্র।

৩৪। বেদশাস্ত্র ও পুরাণসকল কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাসের পরমনিত্যত্ব স্থাপন করেন। নিজ-ভোগময় জড়-পাণ্ডিত্যদ্বারা আত্মম্ভরিতা-ক্রমে পণ্ডিতাভিমানী জ্ঞানী 'চিচ্ছক্তির বিলাস হইতে পারে না এবং উহা মায়াশক্তির অন্যতম',—এইরূপ অসৎজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া উপহাস করে।

৩৫। নির্ব্বিশেষবাদী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহকে মায়া-কল্পিত ও মায়ানির্ম্মিত ঈশ্বরবিগ্রহ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম হয়। এই দাম্ভিকতা বা নাস্তিকতাই গুরুতর অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে সবিশেষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ—নিত্য-সত্য-চিদ্বিলাসময়, তাহাই বাস্তব সত্য।

৩৬। গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াও ঐ পুরুষকে জানিতে না পারায়, জলে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা-দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে নিম্নস্থ শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার নির্ব্বিশেষ রূপ অপেক্ষা সবিশেষ চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন,—

হে পরম (পরমেশ), অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অবিদ্ধং প্রকৃত্যা অনাক্রান্তং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তৎ মায়াতীত-স্বরূপত্বাৎ অনাবৃত-প্রকাশম্ অতঃ) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিচিত্রঃ কল্পঃ সৃষ্টিঃ যত্র তম্ অদ্বয়জ্ঞানম্) আনন্দমাত্রম্ (আনন্দং নির্ব্বিশেষচিদ্রূপং ব্রহ্ম মাত্রা অংশঃ যস্য তৎ) যৎ ভবতঃ (তব) স্বরূপং (পূর্ণভগবদ্রূপং) তৎ অতঃ (রূপাৎ) পরং (ভিন্নং) ন পশ্যামি। হে আত্মন্ (পর-মাত্মন্), বিশ্বসৃজং (বিশ্বসৃষ্টি-কর্ত্তারম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অবিশ্বং (নশ্বরাৎ বিশ্বস্মাৎ অন্যৎ ভিন্নম্ অক্ষয়ত্বাৎ) ভূতেন্দ্রিয়া-ত্মকং (ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ আত্মকং কারণম্) তে (তব) অদঃ (অপ্রাকৃতং) রূপম্ উপাশ্রিতঃ অস্মি (শরণং যামি)।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল (জীবৈককল্যাণনিলয়,) তৎ বৈ (তদেব ইদং রূপম্) উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় ধ্যানে তে (ত্বয়া) দর্শিতং স্ম। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (শ্রৌতমার্গবিরোধি-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচারপর-কুতর্কনিষ্ঠৈঃ অজ্ঞানকল্পিতবাক্যৈঃ) নরকভাগ্‌ভিঃ (নরকগামিভিঃ কৈশ্চিৎ নাস্তিকৈঃ) যঃ (পুরুষঃ ত্বং) ন আদৃতঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীত তেজঃস্বরূপ,—যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে আত্মন্, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক তোমার এই যে রূপ দেখিতেছি,—ইহাকে আমি উপাশ্রয় (প্রপত্তি) করিতেছি।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ,—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে—আমরা নমস্কার এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাক্ ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে নরাকৃতি দেখিয়াই পাষণ্ডগণের
প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯।১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

পাষণ্ডিগণের গতি ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৩৯ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞা বা গুরু-বিরোধমূলে তর্কপন্থায় শ্রৌতপন্থা শক্তি-
পরিণামের অস্বীকার-হেতু বিবর্ত্তবাদ ঃ—

সূত্রের পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥ ৪০ ॥

বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে লক্ষণা-বৃত্তিতে বেদান্তোপনিষদের কল্পিত
অর্থদ্বারা অসুর-পাষণ্ড-মোহন ঃ—

এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥ ৪১ ॥

পরমার্থ ভগবৎকৃপা ছাড়িয়া বন্ধ্যা বিতণ্ডার আশ্রয় ঃ—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ' ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্য-মেঘকর্ত্তৃক বেদান্ত-সূর্য্যাচ্ছাদন ঃ—

ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন ।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥ ৪৩ ॥

চৈতন্য-মতই 'সার' ; অদ্বৈতের মত, সবই 'অসার' ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার ।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥" ৪৪ ॥

গৌরভক্ত প্রকাশানন্দের উক্তি ; উদ্ধারান্তে তাঁহার
'প্রবোধানন্দ' নামপ্রাপ্তির প্রমাণাভাব ঃ—

এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৫ ॥

'কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থ শঙ্করের সাত্বতশাস্ত্র-খণ্ডনচেষ্টায়
'প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা' বা ভগবদ্-অবিশ্বাস ঃ—

"আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে ।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৪৬ ॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন ।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৭ ॥

কুতর্কমূলক মতবাদের ফল ঃ—

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে ।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে ॥ ৪৮ ॥

ষড়্বিধ দার্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ ও বৈদিক মত ঃ—

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ ।'
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ ॥' ৪৯ ॥
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয় ।'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥ ৫০ ॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান ।'
বেদমতে কহে তাঁরে—'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৫১ ॥

ব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বমতবাদ-খণ্ডন ঃ—

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন ।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন ॥ ৫২ ॥

'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম—চিদ্বিলাস সবিশেষ বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ঃ—

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ ।
'নির্গুণ'—ব্যতিরেকে, তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। মনুষ্যের আকারধারী আমাকে মূঢ়লোকগণ অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে ; কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।

৩৯। আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

অনুভাষ্য

(নৈব স্বীকৃতঃ), তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (বয়ম্ অনুবৃত্ত্যা নমস্করবাম)।

৩৮। সর্ব্বভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বপ্রাণিনামধীশ্বরং মম) পরং ভাবম্ (অপ্রাকৃত-রসবিগ্রহ-তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (অক্ষজজ্ঞান-মুগ্ধাঃ) মানুষীং (ভক্তেচ্ছাবশাৎ ভক্তাহ্লাদন-নিমিত্তাৎ মনুষ্যা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৫৫। অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করত প্রকাশানন্দ সরস্বতী কহিতেছেন,—'শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-স্থাপনে আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত

অনুভাষ্য

কারাং) তনুং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি) আশ্রিতং (ধৃতং) মাম্ (অবতীর্ণম্) অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)।

৩৯। [মাং] দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণান্) ক্রূরান্ (হিংস্রান্) অশুভান্ (নিষিদ্ধাচাররতান্) নরাধমান্ তান্ (জনান্) এব সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু যোনিষু (হিংসালোভসমন্বিতাসু তির্য্যক্-পশ্বাদি-যোনিষু) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) অহং ক্ষিপামি (তেষাং ভীষণাপরাধানাং তাদৃশমেব ফলং দদামীত্যর্থঃ)।

৪০। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ-নিজ মতবাদ স্থাপনচেষ্টা ঃ—

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে ।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৫৪ ॥

অনিশ্চয়তামূলক মনোধর্ম্মী তর্কপন্থী ষড়্দর্শন ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থী মহাজন বা শুদ্ধভক্তই আশ্রয়িতব্য ঃ—

তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি ।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ ৫৫ ॥

মহাভারত বনপর্ব্বে (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৫৬

চৈতন্যসিদ্ধান্তবাণীই অনুসরণীয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার ।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥" ৫৭ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকে শুভ-সন্দেশ-জ্ঞাপনার্থ যাত্রা ঃ—

এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

কাশীতে দৈনিক নিয়মানুসারে পঞ্চনদে স্নানানন্তর প্রভুর শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে যাত্রা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি' ।
দেখিতে চলিয়াছেন 'বিন্দুমাধব হরি' ॥ ৫৯ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রমুখে ভক্ত-প্রকাশানন্দের কথা-শ্রবণে প্রভুর সুখ ঃ—

পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল ।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥ ৬০ ॥

শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর আবেশ ও নৃত্য ঃ—

মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা ।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬১ ॥

চারি ভক্তের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন ।
চারিজন মিলি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬২ ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৬৩ ॥

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের হরিধ্বনি ঃ—

চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি' ॥ ৬৪ ॥

সশিষ্য প্রকাশানন্দের তথায় আগমন ঃ—

নিকটে হরিধ্বনি শুনি' প্রকাশানন্দ ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর নৃত্য ও প্রেম-মাধুর্য্যদর্শনে তাঁহারও কীর্ত্তন ঃ—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী ।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬৬ ॥

ভাব-দর্শনে কাশীবাসীর বিস্ময় ঃ—

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি 'সঞ্চারী' বিকার ।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৬৭ ॥

লোকসংঘট্ট ও সন্ন্যাসি-দর্শনে প্রভুর ভাব-নৃত্য সম্বরণ ঃ—

লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর 'বাহ্য' যবে হৈল ।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে 'অদ্বৈতবাদ' থাকে না। এইজন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক অন্য সকল শাস্ত্রের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিজমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করাই 'মতবাদে'র নিয়ম। দেখ (১) **জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ** বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া **ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ'** করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) **কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার** প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক **প্রকৃতিকে জগৎকারণ** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) **গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ** বলিয়াছেন। (৪) সেইরূপ **অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই জগতের কারণ** বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) **পতঞ্জলি** প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার **যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ-তত্ত্ব'** বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইসকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ডভাবে (খণ্ড-প্রতীতিময়) একটী একটী 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব **ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বনপূর্ব্বক** বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। **বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সাকার।** নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন ; বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন ; পরন্তু তিনি—অনন্তচিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে পরমকারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পর-মতখণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন) ; অতএব মহাজন যাহা বলেন, তাহাই 'সত্য' বলিয়া জানিতে হইবে।

অনুভাষ্য

৫৬। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভু ও প্রকাশানন্দ, উভয়ের পরস্পর বন্দনা ঃ—

প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"'তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম ।
আমি তোমার না হই 'শিষ্যের শিষ্য' সম ॥ ৭০ ॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন ।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম ॥ ৭১ ॥
যদ্যপি তোমার সব ব্রহ্ম-সম ভাসে ।
লোকশিক্ষা লাগি' ঐছে করিতে না আইসে ॥" ৭২ ॥

প্রভুপদস্পর্শে প্রকাশানন্দের অপরাধ-মোচন জ্ঞাপন ঃ—

তেঁহো কহে,—"তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল ।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল ॥ ৭৩ ॥

মুক্তগণেরও ভগবদপরাধফলে বন্ধন-দশা ঃ—

বাসনা-ভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্ট-বচন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্ ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৭৪ ॥

ভগবৎপাদস্পর্শে অপরাধ-মোচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৯)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥" ৭৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোকশিক্ষার্থ প্রভুর জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে আপনাকে দীন জীবাভিমান ঃ—

প্রভু কহে,—"'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন ।
জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥ ৭৬ ॥

পাষণ্ডের কার্য্য বা পরিচয় ঃ—

জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে—যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম ।
নারায়ণে মানে, তারে 'পাষণ্ডীতে' গণন ॥ ৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য ও পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ঃ—

প্রকাশানন্দ কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৭৯ ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে ।
সর্ব্বনাশ হয়, এই তোমার নিন্দাতে ॥ ৮০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৮১ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণবের নিন্দায় সর্ব্বনাশ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮৩॥

অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে প্রণামফলে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি ।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥" ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার-বাসনায় পতিত হন।

৭৫। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে বিগতাশুভ হইয়া সর্প-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অনুভাষ্য

৭৪। অচিন্ত্যমহাশক্তৌ (অপ্রাকৃত-চিচ্ছক্তিমতি) ভগবতি (অধোক্ষজে) যদি অপরাধিনঃ ভবন্তিঃ, তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং (ভোগবাসনামূলম্ অনর্থং) যান্তি (লভন্তে)।

৭৫। ব্রজে একদা দেবযাত্রানুষ্ঠান-ক্রিয়ায় গোপ-রাজ শ্রীনন্দ সবান্ধবে সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক স্বয়ং বনমধ্যে শয়ান ছিলেন, এমন সময় অঙ্গিরস-ঋষিগণকে উপহাস-ফলে তাঁহাদের অভিশাপে সর্প-যোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন-নামক গন্ধর্ব্ব

অনুভাষ্য

নন্দকে আক্রমণ করায়, নন্দের কাতর আহ্বানে কৃষ্ণ আসিয়া উহাকে চরণদ্বারা প্রহার করিয়া নন্দকে সর্পকবল হইতে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শফলে সর্পের যে অশুভ দূর হইয়াছিল, তাহা শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে বর্ণন করিতেছেন,—

সঃ (সর্পঃ) বৈ ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশুভম্—অঙ্গিরসাং বিরূপ-দর্শনাৎ তান্ উপহসনেন তেভ্যঃ শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ (সর্পযোনিমিত্যর্থঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং পূজিতং) রূপং ভেজে (প্রাপ)।

৭৮। মধ্য, ১৮শ পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮১। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। মধ্য, ১৫শ পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সকলের তথায় উপবেশন ও প্রকাশানন্দের প্রভু-মুখে শঙ্করের মায়াবাদ-সমালোচনা ও ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-শ্রবণেচ্ছা ঃ—

এত বলি' প্রভুরে লঞা তথা বসিল ।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥
"মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান ।
সবে এই জানি' আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৬ ॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥ ৮৭ ॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি ।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥" ৮৮ ॥

শ্রৌতপন্থী প্রভুর দৈন্যক্রমে আপনাকে শিষ্যরূপী দীন জীবাভিমানে ব্যাস-গুরু-পূজা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ-জ্ঞান !
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥ ৮৯ ॥

জীবহিতার্থ ব্যাসদেব স্বয়ং সূত্রকার হইয়াও ভাষ্যকার, তাহাতেই যথার্থ তাৎপর্য্য-বোধ-সৌকর্য্য ঃ—

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে ।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৯০ ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯১ ॥

বেদ-বৃক্ষের বীজ—প্রণব, মাতা (অঙ্কুর)—গায়ত্রী, ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত ঃ—

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় ।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৯২ ॥

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে আন্নায়-পারম্পর্য্যে ভাগবত-কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা ।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥ ৯৩ ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা ।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ চতুঃশ্লোকী-বিস্তার বা ভাগবত-রচনা-সঙ্কল্প ঃ—

'এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥' ৯৫ ॥

বেদ ও উপনিষৎসমূহের সার-সমুদ্ধার ঃ—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সূত্রের আকরস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রসমূহই ভাগবতে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ঃ—

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥ ৯৭ ॥

একই উপনিষন্মন্ত্রার্থ ভাগবত-শ্লোকে ব্যক্ত ঃ—

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥ ৯৮ ॥

দৃষ্টান্ত ; সকলই বিষ্ণুময়, তদ্ব্যতীত বস্তু নাই, ভোক্তৃবুদ্ধি-ত্যাগপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যের সহিত সমস্ত বিষয় বিষ্ণুসম্বন্ধি বা বিষ্ণুভোগ্যজ্ঞানে সেব্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১।১০)—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। সংক্ষেপরূপে কহ—প্রত্যেক সূত্রের মুখ্যার্থ যাহা আপনি কহিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্তরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

৯৪-৯৫। প্রণবই সর্ব্ববেদের 'মহাবাক্য' ; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ শ্রীভাগবতে 'অহমেবাসমেবাগ্রে' এই শ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে শ্রীব্যাস,—এইরূপ সৎসম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদসকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য'-স্বরূপ।

৯৭। ঋক্—বেদমন্ত্র ; বিষয়বচন—উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

৯৯। যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ, সমস্তই অর্থাৎ এই বিশ্বই আত্মাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা, তাঁহার প্রসাদদত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর ; অন্যের ধন হরণ করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মসূত্রের ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং জগৎ"-মন্ত্র অর্থাৎ শ্রুতিমন্ত্র বিষয়-বচন আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ (মন্ত্র) "আত্মাবাস্যমিদং" বলিয়া শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত সূত্রেরই ঋক্-বচনসকল ভাগবত-শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

অনুভাষ্য

৯৯। পরীক্ষিৎ স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশাবলী শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মনুগণের বিষয় ও মন্বন্তরাবতারসমূহের ক্রিয়াকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুক প্রথমে মনুর উক্তি বলিতেছেন,—

জগত্যাং (লোকে) যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ (বদ্ধজীবভোগ্যং মায়াশক্তিপরিণতম্ ইন্দ্রিয়সুখকরং, তৎ) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বম্) আত্মাবাস্যং (প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন অপ্রাকৃতদর্শনেন

আদি চতুঃশ্লোকী-ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন নিরূপিত ঃ—

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ১০০ ॥

ব্রহ্মার নিকট শ্রীকৃষ্ণের চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বত্রয়ের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা— বিষয়বোধরূপ ভগবৎস্বরূপনির্দ্ধারণই কেবল চিন্মাত্রময় 'জ্ঞান', আশ্রয়ের চিদ্বিলাসানুভবরূপ ভগবৎস্ফূর্ত্তিই 'বিজ্ঞান', রহস্য বা প্রেমাই 'প্রয়োজন', তদঙ্গ সাধনভক্তিই 'অভিধেয়' ঃ—

'আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥ ১০১ ॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল-প্রয়োজন ।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥ ১০২ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বর্ণন ; জ্ঞান ও বিজ্ঞানই 'সম্বন্ধ', রহস্যই 'প্রয়োজন', তদঙ্গই 'অভিধেয়' ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৩ ॥

অবরোহ-পন্থায় ভগবৎকৃপাপ্রভাবে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই 'তিন' তত্ত্ব আমি কহিনু তোমারে ।
'জীব' তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৪ ॥

নামরূপগুণলীলাময় ভগবান্ কেবল 'নির্ব্বিশেষ' নহেন ঃ—

যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি' ।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥ ১০৫ ॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে ।'
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥ ১০৬ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে কৃপারূপ আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৭ ॥

চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যারম্ভ ; তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অহং-শব্দ-বাচ্য স্বরূপশক্তিমান্ নিত্য-সত্য-সনাতন-বিগ্রহ কৃষ্ণের 'জ্ঞান'-লক্ষণ ঃ—

'সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে ।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥ ১০৮ ॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে ।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥ ১০৯ ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে ।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥' ১১০ ॥

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১১১ ॥

শ্লোক-তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ঃ—

"অহমেব"-শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার ।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ১১২ ॥

নিরাকারবাদীকে খণ্ডন ঃ—

যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে ।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৪। জীব তুমি—হে ব্রহ্মন্, তুমি—'জীব' ; আমার কৃপা ব্যতীত পরম গুহ্য জানিতে পারিবে না।

অনুভাষ্য

আত্মনা ভগবতা আবাস্যং সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (সেবাকামায় ভগবদর্পণেন, যদ্বা,) তেন (ঈশ্বরেণ) ত্যক্তেন (কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভগবত্ত্যক্তোচ্ছিষ্টত্বেনেত্যর্থঃ) ভুঞ্জীথাঃ (গৃহাণ, স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ) ; কস্যচিৎ (জড়ভোক্তৃবুদ্ধ্যা আসক্তস্য জনস্য সম্বন্ধে) ধনং (ভগবদিতর-মায়া-দর্শনার্থ প্রাকৃত-বিষয়ভোগাদিকং) মা গৃধঃ (নৈবাকাঙ্ক্ষীঃ ;—তথা চ শ্রুতিঃ "ঈশাবাস্যমিদম্" ইতি যথা-শ্লোকমেব)।

১০৩। আদি, ১ম পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১০৪। এই তিন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

১০৭। আদি, ১ম পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। আদি, ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। 'অহমেব'-শ্লোকে তিনবার 'অহম্' শব্দ আছে। প্রথম চরণে 'অহমেব'-পদে, তৃতীয়-চরণে 'পশ্চাদহং'-পদে এবং চতুর্থ-চরণে 'সোঽস্ম্যহং'-পদে 'অহং'-শব্দ বর্ত্তমান ; এতদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইল—তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ নহেন।

১১৩। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের ব্যক্তিগত সবিশেষ বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার বিচার যে ভ্রমপূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য—এ কথা হৃদয়ে ধারণা করাইবার জন্য তিনবার 'অহমেব' বলিয়া 'সম্বন্ধ' স্থাপন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্লোকে 'অন্তরঙ্গ-স্বরূপ' ব্যতীত 'তটস্থ-জীব' ও 'বহিরঙ্গা গুণ-মায়া'-শক্তির লক্ষণ ও তৎপ্রতীতি-বিচার ; জীবও গুণ-মায়াতীত-স্বরূপ, বা অন্তরঙ্গ-দর্শনে নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ স্বরূপানুভব, বা—'বিজ্ঞান' ; জীব বা গুণমায়া-দর্শন 'স্বরূপ-দর্শন' নহে ঃ—

এই সব শব্দে হয়—'জ্ঞান'-'বিজ্ঞান'-বিবেক ।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥ ১১৪ ॥

সূর্য্য, আভাস ও তমঃ—একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতির দৃষ্টান্ত ঃ—

যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস' ।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥

'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' লইয়াই সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপিত ঃ—

মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব' ।
এই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥ ১১৬ ॥

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১১৭ ॥

তৃতীয় শ্লোকে শ্রৌতপন্থায় দেশকালপাত্রদশা-নিরপেক্ষ অভিধেয় সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা বিচার ঃ—

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ১১৮ ॥

সাধনভক্তির অভিধেয়—চতুর্ব্বর্গাতীত ঃ—

'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার ।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥ ১১৯ ॥

সদ্‌গুরুর সেবা ও পরিপ্রশ্নদ্বারা দিব্যজ্ঞানলাভের সঙ্গে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণের আবশ্যকতা ঃ—

সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য ।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥ ১২০ ॥

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২১ ॥

চতুর্থ-শ্লোকে অভিধেয়ের অঙ্গী 'রহস্য' বা প্রয়োজন-বর্ণন ; ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ ও ভগবদ্‌হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমবশ ভক্ত—পরস্পর সমাশ্লিষ্ট বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ ; ভক্ত ও ভগবানে অচিন্ত্যভেদাভেদ ঃ—

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—'প্রয়োজন' ।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ১২২ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে ।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥ ১২৩ ॥

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ১২৪ ॥

ভক্তের প্রেমপাশে ভগবান্ আবদ্ধ ঃ—

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ বিচার করিবার জন্য 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান', 'তদঙ্গ' ও 'তদ্রহস্যে'র উপদেশ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মাদি চারিটী বিষয়—সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। এই তাত্ত্বিক চারিটীর (জ্ঞানাদি) বিচার সেরূপ নয় ; তাত্ত্বিক চারিটীর মধ্যে প্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি চারিটী তত্ত্বের উপর বা শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

১১৬। জ্ঞান—শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান—অনুভব ; গুরু বা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য মূল হইতে আগত বিবেক—অনেক সময় মনোধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষপর। নিজানুভূতি হইতে বিবেক উদিত হইলে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়। ভগবানের নিজ-বিগ্রহ—মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি—সূর্য্য হইতে ভিন্ন, আবার সূর্য্য ব্যতীত রশ্মির স্বতন্ত্র প্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটীর (বিজাতীয়) বিভিন্ন প্রতীতি জীব মায়াতীত না হইলে অনুভব করেন না অর্থাৎ মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে ভগবদ্‌বিগ্রহ বুঝা যায় না।

১১৭। আদি, ১ম পঃ ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। অভিধেয় 'সাধনভক্তি' সকল পাত্র, দেশ, কাল এবং অবস্থায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

১২১। আদি, ১ম পঃ ৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে এবং বাহিরে পঞ্চভূত, তদ্রূপ আমি ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হই। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের প্রীতিসেবার উপকরণ-বিগ্রহ জানেন এবং ভক্তেতর বস্তুদিগকেও ভগবৎপ্রীতিসেবার উপকরণমাত্রই জানেন।

১২৪। আদি, ১ম পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১২৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১২৭ ॥

চিন্ময় আশ্রয়ের সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধি-চিন্ময়বস্তু-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥১২৮॥

ভাগবতে সর্ব্বত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত ঃ—

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই 'ভাগবত-প্রধান'।

১২৮। একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিতঃ সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

১২৬। বিদেহরাজ নিমি ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ, আচরণ ও তারতম্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তদুত্তরে নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম হবি-ঋষি কহিলেন,—

অবশাভিহিতঃ (অবশেন কীর্ত্তিতঃ) অপি অঘৌঘনাশঃ (অঘৌঘম্ অপরাধপুঞ্জং নাশয়তি যঃ সঃ) হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি), প্রণয়রসনয়া (প্রেমরজ্জুনা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (ধৃতম্ অন্তর্বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং চরণকমলং যেন সঃ) সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি।

১২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার সহিত অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণময়ী গোপীগণ কৃষ্ণের বিবিধ চেষ্টা অনুকরণপূর্ব্বক বিরহসন্তপ্তা হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, শ্রীশুকদেব তাহা পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সংহতাঃ (অন্যোঽন্যং সম্মিলিতাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাদ্ বনং (বনান্তরম্) অমুং (কৃষ্ণম্) এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্) ; আকাশবৎ (মহাভূতবৎ) ভূতেষু (প্রাণিষু) বহিঃ অন্তরং (মধ্যে) সন্তং (বর্ত্তমানং) পুরুষং (প্রেমবিবর্ত্তবশাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তয়ঃ সত্যঃ) বনস্পতীন্ (চেতন-ময়ান্ দৃষ্ট্বা) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)।

১৩০। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩১। এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—(১) ভাঃ (৩।৫।২৩)—"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।।" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল ; জীবের অর্থ-স্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবোপলক্ষণযুক্ত হইয়া তৎকালে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং সেই ভগবানই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। (২) ভাঃ (১।৩।২৮)—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।"

ভাগবতের প্রতি-শ্লোকেই অভিধেয় সাধনভক্তির কথা রহিয়াছে।

১৩২। মধ্য, ২০শ পঃ ১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায় ;—(১) ভাঃ ১১।১৪।১৯—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।" আদি ১৭পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (২) ভাঃ ১১।২।৩৫—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।" মধ্য ২০।১১৯ দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৩০ ॥

ভাগবতের সর্ব্বত্র অভিধেয় 'কৃষ্ণভক্তি' বর্ণিত ঃ—

এই—'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়'-ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১৩১ ॥

অভিধেয়-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩২ ॥

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের 'বাহ্য' লক্ষণ ঃ—

এবে শুন, প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন'।
পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত—যাহার লক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৩৫

অতএব ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ভাগবত—একই অর্থ প্রতিপাদক ঃ—

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য, (৩) গায়ত্রীভাষ্য ও (৪) বেদার্থ-বিস্তার ঃ—

গরুড়পুরাণ-বাক্য—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ১৩৭ ॥

"ভারতাদি স্মৃত্যৈতিহ্যার্থ-বিনির্ণয়" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪২)—

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥

"ব্রহ্মসূত্রার্থ" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১৩।১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩৯ ॥

"গায়ত্রীভাষ্যরূপ" ঃ—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ।
'সত্যং পরং"—সম্বন্ধ, "ধীমহি"—সাধনে প্রয়োজন ॥১৪০

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১-২)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত-প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন।

১৩৭। এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ১৮,০০০ শ্লোকপূর্ণ।

১৩৮। সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত সারস্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন)।

১৩৯। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্ত-সার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

অনুভাষ্য

১৩৪। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম-বর্ণনমুখে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। 'দেহাত্মবুদ্ধি নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ কিরূপে মায়াকে সহজে জয় করিতে পারে?'—নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-ঋষি বদ্ধজীবের গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক নিরপরাধে কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তির পর সাধ্য ভাবভক্তি-প্রাপ্তির অবস্থা বর্ণন করিতেছেন,—

[এবং বর্ত্তমানানাং সাধকানাং] ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (লব্ধয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা) অঘৌঘহরং (পাপপুঞ্জং হরতি বিনাশয়তি যঃ তং) হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ (পরস্পরং) স্মারয়ন্তঃ (সঙ্কীর্ত্তয়ন্তঃ) চ [তে ভক্তাঃ] উৎপুলকাং (রোমাঞ্চিতং) তনুং বিভ্রতি (ধরন্তি)।

১৩৫। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। অয়ং (ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ) ব্রহ্মসূত্রাণাং (উত্তর-মীমাংসাখ্য-বেদান্তসূত্রাণাম্) অর্থঃ (ভাষ্যত্বেন অভিধেয়রূপঃ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ (মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়ঃ যস্মিন্ সঃ) অসৌ (মহাগ্রন্থঃ) গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (বেদমাতুঃ ব্রহ্মগায়ত্র্যাঃ তাৎপর্য্যপ্রকাশকঃ) বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ (বেদার্থৈঃ সংবর্দ্ধিতঃ) চ অষ্টাদশসাহস্রঃ (অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ পরিনির্ম্মিতঃ) শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-নামা) গ্রন্থঃ।

এখানে পাঠান্তরে একটী অধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।।"

১৩৮। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং (সকল-নিগমৈতিহ্যানাং) সমুদ্ধৃতং (সংগৃহীতং, সঙ্কলিতঃ) সারং সারং (সর্ব্বোৎকৃষ্টভাগ-স্বরূপং, শ্রীমদ্ভাগবতং স্বসুতং গ্রাহয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

১৩৯। মহাভাগবত শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপসংহারেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সর্ব্ববেদান্তসারং (সকলোপনিষদ্ব্রহ্মসূত্রাণাম্ উৎকৃষ্টভাগঃ) হি শ্রীভাগবতম্ ইষ্যতে (অভিধীয়তে) যতঃ তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য (তস্য ভাগবতস্য রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য জনস্য) অন্যত্র

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কিতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১৪২॥

'কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ' শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৪৩ ॥

"বেদার্থপরিবৃংহিত"—বেদের প্রপক্ক ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥১৪৪

ভাগবতে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৪৫ ॥

ভাগবতেই শ্রুতিতাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥ ১৪৬ ॥

নিরন্তর কীর্ত্তনে আদেশ, নামাভাসে মুক্তি ঃ—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল ও শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত, হে রসিকসকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রসতত্ত্বের পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যাবৎ না হয়, তাবৎ এইজগতে (অপ্রাকৃত) ভাবুকরূপে ভাগবতের আস্বাদন কর, নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে।

১৪৫। আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না ; কেননা, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

(শাস্ত্রাদৌ ভাগবতেতর-জনাদিষু বা) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) রতিঃ ন স্যাৎ (ন সম্ভবেৎ)।

১৪০। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের আরম্ভ-শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ। পরম সত্যই 'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই 'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত-ফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন' ফল।

১৪১। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। আদি, ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শ্রীভাগবত—কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। ভগবদ্বাণীময় বেদশাস্ত্র—বৃক্ষসদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবত—সেই বৃক্ষের প্রপক্ক ফল, সুতরাং বেদ অপেক্ষা তারতম্য-বিচারে পরম-মহত্তর।

১৪৪। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

অনুভাষ্য

অহো (হে) রসিকাঃ (ভগবৎসেবারসবিদঃ,) ভাবুকাঃ (রসবিশেষভাবনচতুরাঃ,) শুকমুখাৎ (ব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পারম্পর্য্য-ক্রমেণ) ভুবি (পৃথিব্যাং) গলিতম্ (অখণ্ডমেব অবতীর্ণং, স্বেচ্ছয়া পতিতং, ন তু বলাৎ পাতিতং পরিপক্কত্বাৎ) অমৃতদ্রবসংযুতম্ (অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবঃ রসঃ তেন সংযুক্তং বিশিষ্টং) নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপকল্পবৃক্ষস্য) রসং (ত্বগষ্ঠ্যাদি-কঠিন-হেয়াংশ-রহিতং কেবল-রসরূপং) ফলং ভাগবতং আ-লয়ং (মোক্ষানন্দামভিব্যাপ্য) মুহুঃ পিবতঃ (পরমাদরেণ সেবধ্বম্)।

১৪৫। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীল সূত গোস্বামীকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়া শ্রীহরির লীলা ও অবতার-কথাসমূহ কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাদিগের নিয়ত-বর্দ্ধমানা শ্রবণপিপাসা বর্ণন করিতেছেন,—

যৎ (যদ্বিক্রমং) শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) রসজ্ঞানাং (রসিকানাং) পদে পদে (প্রতিক্ষণং) স্বাদু স্বাদু (স্বাদুতোঽপি স্বাদু ভবতীতি শেষঃ, তস্মিন্) উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে (উৎ উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ স উত্তমঃ, তথাভূতঃ শ্লোকঃ যশঃ যস্মিন্ তস্য কৃষ্ণস্য বিক্রমে গুণবীর্য্যকথাদৌ) বয়ং তু (অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম) ন বিতৃপ্যামঃ (বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ—অলমিতি ন মন্যামহে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। ভাগবত বিচার করিলে ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদ্-গুলির প্রকৃত সার-অর্থ জানিতে পারিবে। ভাগবত বিচার না করিয়া যিনি বেদান্ত পড়িতে বা উপনিষদের অর্থ জানিতে চান, তাঁহার অসার-অর্থলাভই অবশ্যম্ভাবী।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। মধ্য, ২৪শ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৫২ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকর্ত্তৃক প্রভুর ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান-ক্ষমতা-প্রশংসা ঃ—

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥ ১৫৩ ॥
"এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 'একষষ্টি' প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥" ১৫৪ ॥

সকলের আগ্রহে প্রভু-কর্ত্তৃক ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান ঃ—

তবে সব লোক শুনি' আগ্রহ করিল।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল ॥ ১৫৫ ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্যে সকলের বিস্ময় ও তাঁহাকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে নির্দ্ধারণ ঃ—

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্যগোসাঞিঃ—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্দ্ধারিল ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি' ॥ ১৫৭ ॥

কাশীতে কীর্ত্তন-বন্যা ঃ—

সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কাশী-উদ্ধার ঃ—

সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর আগমনে কাশী কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত ঃ—

নিজ-লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥ ১৬০ ॥

মায়াবাদগ্রস্ত কৃষ্ণনামপ্রেমবিমুখ ; ভক্তগণের আগ্রহে যৎসামান্য শ্রদ্ধাবলে প্রভুর ব্রহ্মারও দুর্ল্লভ অক্ষয় নামপ্রেম-ভাণ্ডার কাশীবাসীকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে বিতরণ ঃ—

নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি'।
"কাশীতে আমি আইলাঙ বেচিতে ভাবকালি ॥ ১৬১ ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥ ১৬২ ॥
আমি বোঝা বহিমু, তোমা-সবার দুঃখ হৈল।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিকাইল ॥" ১৬৩ ॥

কাশীতে প্রেমবন্যাপ্লাবনকারী প্রভুর স্তুতি ঃ—

সবে কহে,—"লোক তারিতে তোমার অবতার।
'পূর্ব্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার ॥ ১৬৪ ॥
'এক' বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥" ১৬৫ ॥

প্রত্যহ অসংখ্য লোকসমাগম ঃ—

বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১৬৬ ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥ ১৬৭ ॥

বিশ্বেশ্বরদর্শনযাত্রা-কালে অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্ত লোকের প্রভুদর্শন-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
দুইদিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১৬৮ ॥

সকলের হরিবোল-ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥ ১৬৯ ॥

কাশীতে পাঁচদিন থাকিয়া প্রভুর পুরী যাত্রা ঃ—

এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা ॥ ১৭০ ॥

পঞ্চভক্তের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চ জন ॥ ১৭১ ॥

পঞ্চভক্তের নাম ঃ—

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া-পরমানন্দ,—পঞ্চ জন ॥ ১৭২ ॥

সকলেরই প্রভুর অনুগমনে পুরী-গমনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রভুর তাঁহাদিগকে বিদায়-দান ঃ—

সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥ ১৭৩ ॥

একাকী ঝারিখণ্ডপথ দিয়া পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

"যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যামু ঝারিখণ্ড-পথে ॥" ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য

১৫১। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতনকে বৃন্দাবনে রূপ-অনুপম-সমীপে প্রেরণ ঃ—

সনাতনে কহিলা,—"তুমি যাহ' বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৭৫ ॥

করুণার্দ্রস্বরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বীয় বৃন্দাবন-যাত্রী ভক্তগণের সুখবিধানার্থ সনাতনকে আদেশ ঃ—

কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥" ১৭৬ ॥

সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিরপেক্ষ প্রভুর যাত্রা, ভক্তগণের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৭৭ ॥

ঐ পাঁচ ভক্তের কাশীতে আগমন, সনাতনের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ১৭৮ ॥

রূপ-গোস্বামীর সহিত সুবুদ্ধি-রায়ের মিলন ঃ—

এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৭৯ ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী'।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী ॥ ১৮০ ॥
দীঘি খোদাইতে তারে 'মুন্সীফ' কৈলা।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥ ১৮১ ॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল।
সুবুদ্ধি-রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল ॥ ১৮২ ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি-রায়রে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥ ১৮৩ ॥
রাজা কহে,—"আমার পোষ্টা রায় হয় 'পিতা'।
তাহারে মারিমু আমি,—ভাল নহে কথা ॥" ১৮৪ ॥
স্ত্রী কহে,—জাতি লহ', যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৮৫ ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥ ১৮৬ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের একাকী কাশীতে আগমন ঃ—

তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই 'ছদ্ম' পাঞা।
বারাণসী আইলা, সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৮৭ ॥

স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা-ফলে নানাজনের নানাবিধান ঃ—

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে।
তাঁরা কহে,—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥ ১৮৮ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাসমূহে সন্দেহ ঃ—

কেহ কহে,—এই নহে, অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৮৯ ॥

প্রভু কাশীতে আসিলে, সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি' রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা প্রদান ও সুবুদ্ধি রায়কে শিক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৯১ ॥

নামাভাস ও শুদ্ধনামের ফলভেদ ঃ—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ১৯২ ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥" ১৯৩ ॥

অযোধ্যা-পথে রায়ের নৈমিষারণ্য-গমন ও কিছুদিন অবস্থান ঃ—

পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥ ১৯৪ ॥

ইতোমধ্যে প্রভুর বৃন্দাবন হইয়া পুনরায় প্রয়াগে আগমন ঃ—

কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥ ১৯৫ ॥

মথুরায় প্রভু দর্শন না পাইয়া রায়ের খেদ ঃ—

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ্ না পাঞা মনে বড় দুঃখ হৈল ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। মুন্সীফ্—'ইন্সাফ্' শব্দ হইতে 'মুন্সীফ্'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; যিনি যে-বিষয় বুঝিয়া লন, তাঁহাকে 'মুন্সীফ্' বলে। ছিদ্রপাঞা—দোষ দেখিয়া।

১৮৩। তার স্ত্রী—হুসেন-সাহের বেগম; মারণের চিহ্ন—সুবুদ্ধি-রায় যে চাবুক মারিয়াছিল, তাহার চিহ্ন।

১৮৬। করোঁয়ার পানি—যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে, তাহাকে 'করোঁয়া' বলে। সেই 'করোঁয়া' হইতে মুসলমান-স্পৃষ্টজল সুবুদ্ধিরায়ের মুখে দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৭। ছদ্ম—ছল। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল; জাতিনাশ-ছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিলেন।

১৯০। মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার পূর্ব্বে যখন বারাণসী আসেন, সেই সময় সুবুদ্ধিরায়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

রায়ের বৈরাগ্য ও দৈন্যাচরণ ঃ—

শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে ।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥ ১৯৭ ॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা ।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৯৮ ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন ।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন ॥ ১৯৯ ॥

তাঁহাকে লইয়া শ্রীরূপের বৃন্দাবনে দ্বাদশবন-প্রদর্শন ঃ—

রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা ।
আপনসঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা ॥ ২০০ ॥

শ্রীরূপের সনাতনান্বেষণে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আগমন ঃ—

মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে ।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০১ ॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা ।
তাহা শুনি' দুইভাই সে পথে চলিলা ॥ ২০২ ॥

ইতিমধ্যে সনাতনের প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন ঃ—

এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া ।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥ ২০৩ ॥

মথুরায় রায়ের সহিত মিলন ও রূপানুপম-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা ।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ২০৪ ॥

ভ্রাতৃত্রয়ের মিলন না ঘটিবার কারণ ঃ—

গঙ্গাপথে দুইভাই, রাজপথে সনাতন ।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥ ২০৫ ॥

সনাতনের প্রতি রায়ের পূর্ব্বাশ্রমোচিত ব্যবহার, সনাতনের উহাতে অপ্রীতি বা ঔদাসীন্য ঃ—

সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে ।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণান্বেষণকারী মহাবৈরাগী সনাতনপ্রভু ঃ—

মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে ।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥ ২০৭ ॥

সনাতনের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২০৮ ॥

সনাতনের বৃন্দাবনে এবং রূপ ও অনুপমের কাশীতে অবস্থান ঃ—

এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা ।
রূপ-গোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ২০৯ ॥

কাশীতে ভক্তত্রয়সহ তাঁহাদের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন ।
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন ॥ ২১০ ॥

সানুজ শ্রীরূপেরও শেখর-গৃহে অবস্থান ও তপন-মিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা ।।
মিশ্রমুখে শুনে, সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥ ২১১ ॥

কাশীতে প্রভুর সনাতন-শিক্ষা ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥ ২১২ ॥

প্রভুর প্রতি লোকের আনুগত্য-ভাবদর্শনে ও কীর্ত্তনশ্রবণে শ্রীরূপের সুখ ঃ—

মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া ।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২১৩ ॥

১৫ দিন কাশীতে থাকিয়া শ্রীরূপাদির গৌড়ে যাত্রা ঃ—

দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল ।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২১৪ ॥

সঙ্গী বলভদ্রসহ প্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টায় পূর্ব্ববৎ ঝারিখণ্ড-পথে পুরীযাত্রা ঃ—

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা ।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥ ২১৫ ॥
সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে ।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি-সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে ॥ ২১৬ ॥

আঠারনালায় আসিয়া বলভদ্রদ্বারা পুরীস্থিত ভক্তগণকে আহ্বান ঃ—

আঠারনালাকে আসি' ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে ।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥ ২১৭ ॥

প্রভুর আগমন-শ্রবণে ভক্তগণের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র-লাভ ঃ—

শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা ।
দেহে প্রাণ আইল, যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। তাঁহা শুনি'—রূপ গোস্বামী মথুরায় শুনিলেন যে, পূর্ব্বে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরপথে মথুরায় গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পথ দেখিবার উৎসাহে অনুপমের সহিত সেইপথে আসিলেন।

২০৬। ব্যবহার-স্নেহ—সংসারসম্বন্ধীয় স্নেহ ।

নরেন্দ্র-সরোবরের নিকট আসিয়া সকলের প্রভুদর্শন ঃ—

আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৯ ॥

ভক্তগণ ও প্রভুর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি ঃ—

পুরী, ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২২০ ॥

দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ২২১ ॥

কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ২২২ ॥

ভক্ত ও ভগবানের মিলনে উভয়েরই প্রেমাবেশ ঃ—

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২২৩ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও নৃত্যগীত ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥ ২২৫ ॥

জগন্নাথের মালাপ্রসাদ প্রাপ্তি, পড়িছার প্রণাম ঃ—

জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥ ২২৬ ॥

চতুর্দ্দিকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-বিস্তৃতি, কটক হইতে রায় ও ভট্টাচার্য্যের আসিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল ॥ ২২৭ ॥

প্রভুর কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান ও সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিত গোসাঞিরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২২৮ ॥

ভক্তসহ প্রসাদসেবনেচ্ছা-হেতু প্রসাদ আনাইতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে।
সবা-সঙ্গে ইঁহা আজি করিমু ভোজনে ॥" ২২৯ ॥

ভক্তসহ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সম্মান ঃ—

তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিলা।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ॥ ২৩০ ॥

বৃন্দাবন হইতে পুরী-আগমন-যাত্রা বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ,—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি-গমন ॥ ২৩১ ॥

শ্রবণকারীর চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ২৩২ ॥

মধ্যলীলার দিগ্‌দর্শন ও ২৪ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর ভারতে নামপ্রেম প্রচারার্থ ভ্রমণ ঃ—

মধ্যলীলার করিলুঁ এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥ ২৩৩ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসর পুরীতে ভক্তসহ কীর্ত্তনোল্লাস ঃ—

শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ২৩৪ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরালোচন ঃ—

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥ ২৩৫ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদে—শেষলীলার সূত্রগণ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৩৬ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্‌দরশন ॥ ২৩৭ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর কহিলুঁ সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥ ২৩৮ ॥

চর্তুথে—মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥ ২৩৯ ॥

পঞ্চমে—সাক্ষিগোপাল-চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥ ২৪০ ॥

ষষ্ঠে—সার্ব্বভৌমের করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে—তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥ ২৪১ ॥

অষ্টমে—রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিলা 'সর্ব্ব-সিদ্ধান্তের সার' ॥ ২৪২ ॥

নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণ।
দশমে—কহিলুঁ সর্ব্ব বৈষ্ণব-মিলন ॥ ২৪৩ ॥

একাদশে—শ্রীমন্দিরে 'বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন'।
দ্বাদশে—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ॥ ২৪৪ ॥

ত্রয়োদশে—রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে—'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দরশন ॥ ২৪৫ ॥

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২৪৬ ॥

পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ আপনে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২৪৭ ॥

ষোড়শে—বৃন্দাবন-যাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা, নাটশালা হৈতে ॥ ২৪৮ ॥
সপ্তদশে—বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে—বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ ২৪৯ ॥
ঊনবিংশে—মথুরা হৈতে প্রয়াগ-গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫০ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে—সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৫১ ॥
একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে—দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥ ২৫২ ॥
ত্রয়োবিংশে—প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে—'আত্মারামা'-শ্লোকার্থ-বর্ণন ॥ ২৫৩ ॥
পঞ্চবিংশে—কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৫৪ ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলুঁ অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২৫৫ ॥

সংক্ষেপে মধ্যলীলা বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্যলীলার সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৫৬ ॥

জীবোদ্ধারনিমিত্ত প্রভুর সমগ্রভারত-ভ্রমণ এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার ঃ—

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ২৫৭ ॥

প্রভুর প্রচার্য্য বিষয়সমূহ ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥ ২৫৯ ॥

কখনও শ্রোতৃরূপে, কখনও বক্তৃরূপে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ঃ—

ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে।
কাঁহা ভক্ত-মুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২৬০ ॥

অনুপম ভক্তবৎসল, অদ্বিতীয় ও অহৈতুকী-কৃপা-সিন্ধু ঃ—

শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু, বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥ ২৬১ ॥

অন্ধবিশ্বাস ছাড়িয়া বাস্তব-বস্তুতে দৃঢ়বিশ্বাস-ফলেই পরতত্ত্ব চৈতন্য-কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার প্রসাদে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥ ২৬২ ॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইঁহা পাইবা পার ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা—অভিন্ন অমৃতনদী, তাহা কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তেরই আস্বাদ্য ঃ—

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ' তাহাতে ॥ ২৬৪ ॥

গ্রন্থকারের সদৈন্য প্রার্থনা ঃ—

ভক্তগণ, শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা-সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি',
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ২৬৫ ॥ ধ্রু ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ ও কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদনার্থ ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

২৬৪। কৃষ্ণলীলাই—'অমৃতসারবস্তু'; তদিতর, সমস্তই—'অসার'। কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা কৃষ্ণলীলামৃত হইতে দশদিকে প্রবাহিত। কৃষ্ণলীলামৃতসারই আবার শ্রীচৈতন্য-লীলা। চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানকালে নব নব কল্পনাপ্রভাবে উদ্ভাবিত "নদীয়া ও গৌর-নাগরী লীলা" প্রভৃতি নবীন মতবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। থিয়সফিস্ট দলের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ভক্তি-বিরোধী প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়াদলের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃত-বৃত্তির ছাঁচে ঢালিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে রাজনৈতিক-নেতা, কেহ বা শক্তি-উপাসক, কেহ বা অবৈধ নাগরীর লম্পট বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। গোলোকের নিত্যলীলাই প্রকটকালে প্রপঞ্চে উদিত হয়; তৎকালে শ্রীরূপাদি গৌরলীলার পার্ষদবর্গ কেহই যখন গৌরনাগর-লীলা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই চৈতন্যলীলা নহে। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই গৌরভক্তি কর্ত্তব্য। কল্পনা-সরোবরে অবগাহন করিয়া 'নবগোরার দল' করিয়া কোনই ফল নাই।

২৬৬। চৈতন্যলীলা—অক্ষয় সরোবর; কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ—সেই সরোবরের পদ্মবন, প্রেমরস—কুমুদবন; এবং ভক্তগণের মন—ভৃঙ্গসমূহ।

কৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যসমূহই ভক্তগণের জীবন ঃ—

নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যতে বসি' করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥ ২৬৭ ॥

তাদৃশ আস্বাদনেই প্রেমোল্লাস-বৃদ্ধি ঃ—

সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক বিশ্ববাসীকে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত বিতরণ ঃ—

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু-মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥ ২৬৯ ॥

গৌরলীলা—ঘনদুগ্ধপূর, তাহাতে কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর, শ্রৌত-পন্থায় হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় উহার আস্বাদন-সম্ভাবনা ঃ—

চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২৭০ ॥

এই উভয় লীলামৃতই ভক্তের আহার্য্য, ইহা ব্যতীত অন্নগ্রহণেও ভক্তজীবনের অপুষ্টি ঃ—

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৭১ ॥

তর্কপন্থায় এই অমৃত দুর্ল্লভ ঃ—

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য-কর্কশ-আবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৭২ ॥

পঞ্চতত্ত্বকে ও শ্রোতৃগণকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ ২৭৩ ॥

অনুভাষ্য

২৬৭। কৃষ্ণকেলিপদ্মই ভক্তরূপ হংসের 'আহার'। নিত্য-সম্ভোগরস-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়া—নিত্য-বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ অভিন্ন-কৃষ্ণতনু শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত নিত্যসেবক ভক্তগণের আহার্য্য বস্তু।

২৬৮। গৌরভক্ত চৈতন্যলীলা-সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক নিত্যকাল শ্রীগৌরপদাশ্রিত হংসচক্রবাকরূপে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে শ্রীগৌরোপাসনরূপ-সরোবরে বিলাস কর। তাহা হইলেই গৌরাঙ্গকে নদীয়া-নাগরীর ন্যায় ভোগ্যজড় বিশেষরূপে কল্পনা করিয়া তোমাকে কৃষ্ণেতর-সেবারূপ 'দুঃখ' পাইতে হইবে না এবং কৃষ্ণসেবারূপ পরমসুখ লাভ করিয়া (তুমি) কৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে মত্ত হইবে।

২৬৯। গৌরপদাশ্রিত সাধুমহান্ত-মেঘসমূহ, সর্ব্বদা জগৎ-রূপ উদ্যানে কৃষ্ণলীলামৃত বর্ষণ করেন। এই বারিধারা-সেচন-প্রভাবে প্রেমামৃত-ফল ফলিলে ভক্তগণ নিরন্তর ভক্ষণ করেন এবং তৎপ্রেমে বিশ্ববাসী জীবনধারণ করেন।

২৭০। চৈতন্যলীলামৃত—সেই প্রেমামৃতের 'পূর'-সদৃশ এবং কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর-তুল্য ; এই লীলামৃতদ্বয়ের একত্র মিলনেই সুমাধুর্য্য। কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য চৈতন্যলীলামৃত-সহযোগে পুষ্ট হইয়া সুমাধুর্য্যময় হইয়াছে। গৌর-বিরোধী অসুরদল গৌরলীলা বা গৌর-মন্ত্র স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। আবার কৃষ্ণবিরোধী দৈত্যদল কৃষ্ণলীলামৃতে উদাসীন হইয়া নদীয়া-নাগরীর অনুগত নাগরী-অভিমানে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু গৌরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ সম্ভোগরসবিগ্রহ করিয়া গৌর-লীলা-বৈচিত্র্য-মাধুর্য্য সমূলে বিনাশ করেন। শ্রীরূপানুগ-সাধু-গুরু-প্রসাদক্রমে অর্থাৎ শ্রীরূপানুগত্যে গৌরলীলামৃত ও কৃষ্ণলীলা-মৃতকে পরস্পর 'অভিন্ন' জানিলে লীলাদ্বয়ের একত্র সম্মিলনেই কেবল প্রচুর মাধুর্য্যাস্বাদন হয় ;—শ্রীরূপানুগ ব্যক্তি কেবলমাত্র তাহাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭১। মনুষ্য অন্নপানের দ্বারা পুষ্ট হয় ; ভক্তগণ বহির্ম্মুখ-দিগের ন্যায় অন্নপান গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণলীলা-সম্পৃক্ত চৈতন্য-লীলামৃত পান না করিলে দুর্ব্বল জীবন হইয়া পড়েন।

অনুভাষ্য

২৭১। পাঠান্তরে—'খায় যদি অনুপানে।'

২৭২। কৃষ্ণ ও গৌরলীলাকে পরস্পর ভিন্ন-জ্ঞানে কুতর্ক-মূলে অপবিত্র কর্কশ ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া গৌরভজন করিলে বা গৌরসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিলে, মূঢ়জীবের সর্ব্বনাশ হয়।

অভীষ্ট আরাধ্যের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি,—যার করি আশ ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। শ্রীমদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণচৈতন্যার্পিত হউক।

২৭৬। এই অতি রহস্যময় গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারিগণ ইহাকে নিশ্চয় আদর করিবে না ;

অনুভাষ্য

২৭৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালঃ গোবিন্দদেবঃ চ তয়োঃ তুষ্টয়ে প্রীত্যৈ) এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতমস্তু (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় সমর্পয়ামি)।

২৭৬। অতিরহস্যং (পরমগোপনীয়ং) তৎ গৌরলীলামৃতম্ (ইদং গ্রন্থরত্নং) খলু (নিশ্চিতং) সমুদয়লোকৈঃ (অসদ্ভিরনধিকারিভিঃ সর্ব্বৈঃ) ন আদৃতং, যতঃ [ইদং] তৈঃ (অসদ্ভিঃ)

অভক্তের নিন্দা-প্রশংসায় নিরপেক্ষ গ্রন্থকারের ভক্ত-সুখেই আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান ঃ—

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়-লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্ ।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৭৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল-গমনঞ্চ পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, পরন্তু এই লীলামৃত যে-সকল সহৃদয় সাধুকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আস্বাদিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক্।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

অলভ্যং (লব্ধুমশক্যম্) ; ইহ (অত্র) মে (মম) ইয়ং কা ক্ষতিঃ (হানিঃ)?—যৎ (যত্র) সহৃদয়সুমনোভিঃ (নিষ্কপটৈঃ সুধীভিঃ ঐকান্তিকচিত্তৈঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) স্বাদিতং (সৎ) এষাং (সুমনসাং) মোদং তনোতি (বিস্তারয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।